ঠান্ডা লড়াই (CLOD WAR)

Prof. Biswanath Nag
Dept. of Political Science

Semester -IV, CC-IX

ঠান্ডা লড়াই কাকে বলে ?

ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে প্রকৃত যুদ্ধের অবস্থাকে বোঝায় না । অথবা এককভাবে শান্তির অবস্থাও বোঝায় না । ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে 'না যুদ্ধ, না শান্তি' এমন অবস্থাকেই বোঝায় । অর্থাৎ যেখানে যুদ্ধের আবাহাওয়া চলতে থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ হয় না । অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেলের মতে, ঠান্ডা যুদ্ধ বলতে সাম্যবাদ ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং তাদের প্রবক্তা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধের সঙ্গে জড়িত সকল ঘটনাকেই বোঝায় । ওয়াল্টার রেমন্ডের মতে, ঠান্ডা যুদ্ধের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতাদর্শগত প্রতিদ্বন্দ্বীতার পরিস্থিতিকে বোঝানো হয় । প্রকৃতপক্ষে ঠান্ডা যুদ্ধ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক শিবির এবং পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশ সমুহের মধ্যে উত্তেজনা এবং বিরোধের একটি চরম পরিস্থিতি ।

ঠান্ডা লড়াইয়ের জন্য কে দ্বায়ী ?

সাধারণভাবে ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা, ট্রুম্যান নীতি (১৯৪৭) এবং মার্শাল পরিকল্পনা (১৯৪৮) কে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা রূপে চিহ্নিত করা হয় । কিন্তু এর বহু পূর্বেই ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল । মার্কিন কূটনীতিজ্ঞ চার্লস বোলেনের মতে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক পার্টি ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই ঠান্ডা যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল । যাইহোক এখন প্রশ্ন হল ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য কে দ্বায়ী ছিল ? এই প্রশ্নকে ঘিরে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠে । যথা - গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী (Traditional Approach), সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Revisionist Approach) এবং উত্তর সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী (Post Revisionist Approach)।

গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী :- গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নই দ্বায়ী ছিল । কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তার স্বার্থেই ঠান্ডা লড়াইয়ে অংশ নেয় । কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে তার বিস্তৃতি চালিয়ে ছিল - তা প্রতিরোধ করতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল প্ল্যান ও ট্রুম্যান নীতি নেয় । অর্থাৎ ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নই দ্বায়ী ।

সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী :- সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দ্বায়ী ছিল । কেননা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল তখন স্ট্যালিন চায়লেও চার্চিল ও রুজভেল্ট তৃতীয় ফ্রন্ট গড়তে চায়নি । কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ করা ও সাম্যবাদ তথা সোভিয়েত ইউনিয়নকে থামিয়ে রাখা । তাই এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে নাকি সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমর্থনে বেশ কিছু দেশকে জোগাড় করার জন্য পূর্ব ইউরোপে জোর করে সমাজতন্ত্র চাপায় ।

উত্তর সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী :- উত্তর সংশোধনবাদীরা উপরোক্ত এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন । এরা বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মার্শাল প্ল্যান ও ট্রুম্যান নীতির অনেক আগেই ঠান্ডা লড়াইয়ে জড়িয়ে গিয়েছিল । অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাজের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র চাপিয়ে ছিল - একথা ঠিক নয় । কেননা সোভিয়েত ইউনিয়ন আগে থেকেই এটা স্থির করে রেখেছিল । অর্থাৎ ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য এককভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন কেউই দ্বায়ী নয় , ঠান্ডা যুদ্ধের জন্য উভয়েই সমানভাবে দ্বায়ী ছিল ।

* ঠান্ডা লড়াইয়ের কারণ :-

ঠান্ডা লড়াইয়ের পেছনে দুধরণের কারণের কথা বলা যায় - দার্শনিক কারণ এবং বাস্তব কারণ । দার্শনিক কারণ হিসাবে বলা যায় :

১) **দ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবীতা -** দ্বন্দ্ব তাত্ত্বিকরা বলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বন্দ্বটাই স্বাভাবিক বরং শান্তিটাই ব্যাতিক্রম । এরা বলেন যখন কোন জায়গা থেকে মারাত্মক হুমকী আসে তখনই রাষ্ট্রগুলো এক হয়, তা নাহলে তারা সবসময় দ্বন্দ্বে মেতে থাকে । তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্যাসিবাদের পক্ষ থেকে হুমকী আসায় তারা পারস্পারিক সহযোগিতা করেছিল, যেই ফ্যাসিবাদ ধ্বংস হল সেই তারা দ্বন্দ্বে মেতে উঠল ।

২) **শূন্যতার ধারণা -** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপান বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এক শূন্যতা দেখা দেয় । এই শূন্যতা পূরন করতে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র পরস্পর দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে ।

৩) **মতাদর্শগত বিষয়** - আমরা জানি দুটি শক্তিশালী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র দুটি পৃথক মতাদর্শের প্রতিনিধিত্ব করত । একটা ছিল পুঁজিবাদী গণতন্ত্র - যার প্রতিনিধিত্ব করত মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র । আর সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করত সোভিয়েত ইউনিয়ন । মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র মনে করত সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক সমাজতন্ত্রের প্রসারের ফলে এবার পুঁজিবাদের ধ্বংস হবে । তাই মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র সমালতন্ত্রকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এলে তাদের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ।

৪) **পারস্পারিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস** - সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র কেউ কাউকে বিশ্বাস করত না । কেননা এদের আদর্শ ও স্বার্থ ছিল আলাদা । যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এরা ছিল একই পক্ষে, তবুও সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনই ভুলে যায়নি যে পশ্চিমী শক্তিগুলি বলশেভিক বিপ্লবকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল । অন্যদিকে পশ্চিমী শক্তিও ভুলে যায়নি যে রাশিয়া সেই নাৎসীবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে (১৯৩৯ সালে জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি) উদারনীতিবাদকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল । তাই সুযোগ পেলেই উভয় উভয়কেই ধ্বংস করতে উদ্যত হবে এই আশঙ্কায় ও সন্দেহে তারা ঠান্ডাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ।

৫) **দুটি পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যে যুদ্ধের পরবর্তী পরিকল্পনা** - মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ছিল যেভাবে হোক সমাজতন্ত্রকে আটকাতে হবে । অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্য ছিল যেকোন উপায়ে হোক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমর্থনের জন্য বেশ কিছু স্থান বা দেশ দখল করা ।

বাস্তব কারণ :

১) **পূর্ব ইউরোপ প্রসঙ্গে** - আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের কোন সমর্থক দেশ ছিল না । তাই সে

পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে যেমন পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি দেশে জোর করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে । ফলে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র অনুধাবন করে যে যদি সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিরোধ করা না যায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধীরে ধীরে সারা ইউরোপকে গ্রাস করতে পারে । এই আশঙ্কায় মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আক্রমণাত্মক কৌশল অবলম্বন করতে থাকে । ফলে ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয় ।

২) **পশ্চিম ইউরোপ প্রসঙ্গে** - পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স, ইতালী , গ্রীস সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমস্যা জটিলাকার ধারন করে । তাই এর থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হিসাবে তারা সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক পূর্নগঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয় । তাই পশ্চিম ইউরোপে সাম্যবাদ প্রসারের অনুকুল পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করতে মার্কিন সরকার তার সর্ব শক্তি প্রয়োগ করে এবং মার্শাল পরিকল্পনার মতো নীতি নেয় । ফলে ঠান্ডা যুদ্ধ শুরু হয় ।

৩) **ইরাণ নিয়ে মত পার্থক্য** - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরাণের উত্তর দিক রাশিয়া এবং দক্ষিণ দিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করত । ঠিক হয়েছিল যুদ্ধ থামলে উভয়েই সৈন্য অপসারণ করবে, কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর রাশিয়া তার সৈন্য সরাতে অস্বীকার করে । ফলে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয় ।

৪) **গ্রীসের আভন্তরীণ বিরোধ** - গ্রীসের আভন্তরীণ বিরোধ ঠান্ডা যুদ্ধের অন্যতম কারণ । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গ্রীসকে ব্রিটেনের অধীনে রাখা হয় । উদ্দেশ্য ছিল গ্রীসে কমিউনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধ করা । ফলস্বরূপ সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের গৃহযুদ্ধ শুরু হয় । এরূপ পরিস্থিতিতে গ্রীসে কমিউনিষ্ট প্রভাব স্তব্ধ করে দেবার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান কর্তৃক সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান ঠান্ডা লড়াই সৃষ্টির অন্যতম কারণ ।

৫) **তুরস্ক নিয়ে বিরোধ** - ১৯৪৫-৪৭ সালের তুরস্কের ঘটনাবলীও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি করে । তুরস্কের উপর রাশিয়া কতগুলি দাবি (কৃষ্ণসাগরের নিটবর্তী প্রণালীর উপর দিয়ে রাশিয়ার জাহাজ চলাচল, অন্য কোন দেশের জাহাজ চলাচলে বাধা দান ইত্যাদি) চাপালে রাশিয়া-তুরস্ক সম্পর্ক খারাপ হয় এবং তুরস্ক মার্কিন সাহায্য চায়লে রাশিয়া-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধের সূচনা হয় ।

৬) **পারস্য উপসাগরীয় সমস্যা** - পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম খনির উপর অধিকার নিয়ে সোভিয়েত ও মার্কিন দ্বন্দ্ব পূর্ব-পশ্চিমের বিরোধকে ঘনীভূত করে ।

* ঠান্ডা যুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় :

ঠান্ডা যুদ্ধকে কতগুলি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে । যেমন-

১) **প্রথম পর্যায় (১৯৪৫-৫০)** - এই পর্যায়ে যেসব ঘটনা ঠান্ডা যুদ্ধের অনুকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল তার মধ্যে আছে পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উদ্ভব, ট্রুম্যান নীতি, মার্শাল প্ল্যান, বার্লিন সংকট, ন্যাটোর গঠন এবং চীনের বিপ্লব । এই পর্যায়ে মার্কিন সরকার সোভিয়েতের ক্ষেত্রে প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করেছিল ।

২) **দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৫০-৫৩)** - এই পর্যায়ে এশিয়া তথা কোরিয়া ঠান্ডা যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতায় ১৯৪৮ সালে কোরিয়াকে উত্তর এবং দক্ষিন এই দুটি আংশে ভাগ করা হয় । উত্তর অংশে সোভিয়েত এবং দক্ষিন অংশে মার্কিন প্রভাবিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্ররোচনায় উত্তর ও দক্ষিন কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধে । এশিয়ায় কমিউনিষ্ট প্রভাব প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিন কোরিয়াকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে । শান্তি রক্ষার অজুহাতে জাতিপুঞ্জের সৈন্য বাহিনীর অন্তরালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে । আপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিষ্ট চীন উত্তর কোরিয়ার সমর্থনে এগিয়ে আসে । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে এই কোরিয়া যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যেকোন সময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেতে পারত । কিন্তু ১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যুর পর অস্ত্রসংবরণ চুক্তি দ্বারা কোরিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটে ।

৩) **তৃতীয় পর্যায় (১৯৫৩-৫৯)** - এই পর্যায়ে ঠান্ডা যুদ্ধ ইন্দোচীন, পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের সর্বত্র প্রসারিত ছিল । স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর থেকে সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান বৈশিষ্ট ছিল পশ্চিমী জোটের বিরোধীতা করা এবং সদ্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীনে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিন ভিয়েতনাম নামক দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম হয় এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধ দেখা দেয়। ১৯৫৫ সালে প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে Warsaw Pact গঠন করে । কিন্তু পশ্চিমী শিবিরের প্রতিরোধের নীতি ও আগ্রাসনের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটেনি । তীব্র কমিউনিষ্ট বিরোধীতায় তারা SEATO, CENTO প্রভৃতি নূতন নূতন ঝটিকা কেন্দ্র গড়ে তোলে । ১৯৫৬ সালে সুয়েজখাল কে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে সংকট ঘনীভূত হয় ।

৪) **চতুর্থ পর্যায় (১৯৫৯-৬২)** - ঠান্ডা লড়াই চলাকালীন যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই মহাশক্তির মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত প্রবল আকার ধারণ করে এবং পৃথিবীকে পরমাণু বিপর্যয়ের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয় , সেটি হল ১৯৬২ সালের কিউবা সংকট । কিউবা একটি একটি কমিউনিষ্ট দেশ এবং এর রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ফিডেল কাস্ত্রো । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কিউবায় সোভিয়েতের উদ্যোগে একটি ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি স্থাপিত হয় । কিউবার সেনাবাহিনীর হাতে মার্কিন গুপ্তচর বাহিনীর পরাজয়ের গ্লানি মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র হজম করতে পারেনি । কিউবাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র কিউবা আক্রমনের প্রস্তুতি নেয় । এর উত্তরে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবাকে সাহায্যের জন্য এক জাহাজ অস্ত্র প্রেরণ করে । মার্কিন রাস্ট্রপতি কেনেডি ওই জাহাজ অবরোধের নির্দেশ দিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমদিকে এর উপযুক্ত জবাব দিতে প্রস্তুতি নেয় । ফলে সমগ্র বিশ্ব একটি ভয়াবহ আনবিক যুদ্ধের সম্মুখীন হয় । পরে ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার জাহাজ ফিরিয়ে নেয় এবং কিউবা থেকে ক্ষেপনাস্ত্র প্রত্যাহার করে নেয় । এর উত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তুরস্ক থেকে তার ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কিউবা সংকট একদিকে যেমন পৃথিবীকে একটি আণবিক যুদ্ধের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেয়, অন্যদিকে তেমনি এখান থেকেই দুটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সূচনা হয়, যা আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিভাষায় দ্যতাঁৎ (Detente)নামে পরিচিত ।

৫) **পঞ্চম পর্যায় বা দ্যতাঁত (১৯৭০-৭৮)** - এই পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় দেশই বিশ্বের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি প্রশমনের উদ্দেশ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং ঠান্ডা যুদ্ধ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে চলে আসে । এব্যাপারে যাঁরা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সন এবং রুশ রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভ । এই পর্যায়ে যে তিনটি ঘটনা দুটি দেশকে কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে সগুলি হল - i) ১৯৭২ সালে সম্পাদিত SALT . ii) ১৯৭৫ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলন এবং iii) ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত বেলগ্রেড সম্মেলন ।

৬) **শেষ পর্যায় বা নতুন ঠান্ডা যুদ্ধ (১৯৭৯-৯১)** - এই পর্যায়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞরা এই পর্যায়কে ঠান্ডা লড়াইয়ের নতুন পর্যায় বলে চিহ্নিত করতে থাকেন । ১৯৭৯ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টার এবং রুশ রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভ SALT-II চুক্তি স্বাক্ষর করেন । কিন্তু মার্কিন সিনেট তা অনুমোদন করেনি । এছাড়াও ওই সময়ে আবার এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের আশাকে নস্যাৎ করে দেয় । ভিয়েতনাম (১৯৭৫), অ্যাঙ্গোলা (১৯৭৬), ইথিওপিয়া (১৯৭২) এবং আফগানিস্তান (১৯৭৯) এই চারটি দেশের ঘটনাবলি রাশিয়ার অনুকুলে যায়, যা মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের কাছে অসহ্য হয়ে উঠে । ১৯৮০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বয়কট করে । অন্যদিকে, ম্যর্কিন রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগনের তারকা যুদ্ধ (Star-war) এর হুমকী রাশিয়াকে ভীষণভাবে অসন্তুষ্ট করে ।

অস্ত্র প্রতিযোগিতা ছাড়াও অন্য যে বিষয়টিকে ঘিরে দুই শিবিরের মধ্যে দ্বিতীয় পর্বের ঠান্ডা লড়াই তুঙ্গে উঠে সেটি হল আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধ । আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য প্রেরণ, হাফিজুল্লা আমিনের জায়গায় সোভিয়েতের অনুরক্ত বাবরক কারমালকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে বসানো - ইত্যাদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমী দুনিয়ায়, এমনকি তৃতীয় বিশ্বের জোট নিরপেক্ষ দেশগুলিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে । মার্কিন প্রশাসন ধরে নেয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান দিয়ে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পারস্য উপসাগরের তৈল সমৃদ্ধ দেশগুলির দিকে হাত বাড়াবে । সম্ভাব্য সোভিয়েত আগ্রাসনকে প্রতিরোধ করতে মার্কিন প্রশাসন সমগ্র পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল ঘিরে সৈন্য মোতায়েন ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের কাজ শুরু করে দেয় । স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকে । তবে ১৯৯০-৯১ সালে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সহ সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় আকস্মিকভাবেই বিশ্ব পরিস্থির আমুল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় । ১৯৯১ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার ভাঙনের মধ্য দিয়ে ঠান্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটে ।

* নতুন ঠান্ডা যুদ্ধের বৈশিষ্ট বা ঠান্ডা লড়াই ও নতুন ঠান্ডা লড়াইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী ?

১) প্রথম ঠান্ডা লড়াইয়ের মূল কারণ ছিল মতাদর্শ - একদিকে সাম্যবাদ ও অন্যদিকে পুঁজিবাদ । কিন্তু দ্বিতীয় ঠান্ডাযুদ্ধ ছিল মূলত ক্ষমতা ভারসাম্য বজায় রাখার লড়াই । যেমন ইথিওপিয়া - সোমালিয়া, উত্তর ইয়েমেন - দক্ষিন ইয়েমেন, কাম্পুচিয়া ও ভিয়েতনামের যুদ্ধ প্রভৃতি ।

২) প্রথম ঠান্ডা যুদ্ধ ছিল মতাদর্শের লড়াই । কিন্তু দ্বিতীয় ঠান্ডা যুদ্ধ ছিল পরস্পর জাতীয় স্বার্থের লড়াই । তাই আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমালোচনা করেছে, তেমনি চীনও সমালোচনা করেছে ।

৩) দ্বিতীয় ঠান্ডা যুদ্ধে দুটি কমিউনিষ্ট দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, যা প্রথম ঠান্ডা যুদ্ধে ছিল না ।

৪) প্রথম ঠান্ডা যুদ্ধ ছিল মূলতঃ দুটি শক্তি জোটের লড়াই, কিন্তু দ্বিতীয় ঠান্ডা যুদ্ধ ছিল মূলতঃ তিনটি শক্তির - চীন, সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ত্রিশক্তির লড়াই ।

৫) প্রথম ঠান্ডা যুদ্ধের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইউরোপে, যদিও পরে তা এশিয়াতে খানিকটা বিস্তার লাভ করে । কিন্তু দ্বিতীয় ঠান্ডা যুদ্ধ মূলতঃ ইউরোপরে বাইরে হয়েছিল । তাই এর কেন্দ্রবিন্দু ছিল ইউরোপ বাদ দিয়ে গোটা বিশ্বক্ষেত্র ।

* ঠান্ডা লড়াই ও দ্যতাঁতের মধ্যে পার্থক্য কী ?

ঠান্ডা যুদ্ধ হল উত্তেজনা জিইয়ে রাখার একটা সচেতন প্রচেষ্টা । আর দ্যতাঁত হল উত্তেজনা হ্রাসের একটা স্বেচ্ছাকৃত এবং সচেতন প্রয়াস ।

Reference :-

১) অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী , সমকালীন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক
২) পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য ও অনিন্দ্যজোতি মজুমদার, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রূপরেখা
৩) প্রণব কুমার দালাল , আন্তর্জাতিক সম্পর্ক : তত্ত্ব এবং সমসাময়িক বিশ্ব